কালের কণ্ঠ

আপডেট : ১২ মে, ২০১৮ ০১:১৩

ছাত্রলীগের সম্মেলনে শেখ হাসিনা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নৈরাজ্য বরদাশত করব না

ছাত্রলীগের নতুন নেতৃত্ব আজ ‘সমঝোতায়’, বয়সসীমা ২৮ বছর

সমঝোতার মাধ্যমে ছাত্রলীগের নেতৃত্ব নির্বাচন করতে সংগঠনটির নেতাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি বলেছেন, স্যাক্রিফাইস করা শিখতে হবে; স্যাক্রিফাইস করা না শিখলে কিছু অর্জন করা যায় না। এবার ছাত্রলীগের নেতৃত্ব নির্বাচনে বয়সসীমা ২৮ বছর করার কথা বলেন তিনি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনো নৈরাজ্য বরদাশত করা হবে না বলেও সরকারপ্রধান হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

গতকাল শুক্রবার বিকেলে রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ছাত্রলীগের ২৯তম জাতীয় সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন আজ শনিবার ছাত্রলীগের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন করা হবে।

উদ্বোধনী বক্তব্যে শেখ হাসিনা বলেন, 'আগামীকাল (আজ) সাবজেক্ট কমিটি বসবে। সেখানে কারা কারা নেতৃত্ব চায় ইতিমধ্যে দরখাস্ত পাঠিয়েছে। আমি চাই সমঝোতার মাধ্যমে তোমরা তোমাদের নেতৃত্ব নিয়ে আসো। তোমরা নিজেরা বসে...স্যাক্রিফাইস করাটা শিখতে হবে। যেকোনো ব্যাপারে স্যাক্রিফাইস না করলে কিন্তু অর্জন করা যায় না। অর্জন তখনই করতে পারবা, যখন কিছু দিতে পারবা। কাজেই তোমরা সমঝোতার মাধ্যমে করো, সেটাই আমরা চাই।'

তিনি বলেন, 'আদর্শহীন রাজনীতি কোনো রাজনীতি নয়। আদর্শ নিয়ে রাজনীতি করলে জনগণকে কিছু দেওয়া যায়। আমি কথা দিয়েছিলাম, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করব, সেই বিচার আমরা করেছি। আপনারা জানেন, অনেক উচ্চপর্যায় থেকে ফোন এসেছিল। কিন্তু সেই বিচার আমরা করেছি।'

বিকেল ৪টায় সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে আসেন শেখ হাসিনা। তাঁকে অভ্যর্থনা জানান ছাত্রলীগের বিদায়ী সভাপতি সাইফুর রহমান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসাইন। এ সময় বাজানো হয় জাতীয় সংগীত। বেলুন ও পায়রা উড়িয়ে সম্মেলনের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। ছাত্রলীগের দলীয় সংগীতের তালে তালে সংগঠনের ১১০টি ইউনিটের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন। প্রধানমন্ত্রী মঞ্চে ওঠার পর তাঁকে ফুল দিয়ে বরণ করেন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। ব্যাজ পরিয়ে দেন সহসভাপতি নুসরাত জাহান নুপুর, নীশিতা ইকবাল নদী ফুল দিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে বরণ করেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী 'স্মৃতির পাতায় ছাত্রলীগ' নামের একটি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করেন। এর পরপরই ছাত্রলীগের সাংস্কৃতিক সংগঠন 'মাতৃভূমি সাংস্কৃতিক সংসদ'-এর সাংস্কৃতিক উপস্থাপনা শুরু হয়। সংগঠনের শোক প্রস্তাব উত্থাপন করেন ছাত্রলীগের দপ্তর সম্পাদক দেলোয়ার শাহজাদা। অভ্যর্থনা উপকমিটির আহ্বায়ক ইমতিয়াজ বাপ্পী অভ্যর্থনা জানিয়ে বক্তব্য দেন। নেতা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা কামনা করে বক্তব্য দেন সম্মেলনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার আরিফুর রহমান লিমন। বিদায়ী বক্তব্য দেন সাইফুর রহমান সোহাগ ও এস এম জাকির হোসাইন। উদ্বোধনী পর্বে আরো বক্তব্য দেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের।

শেখ হাসিনা বলেন, 'ছাত্রলীগের নেতৃত্বের বয়স গতবার আমরা ২৭ বছর করেছিলাম। এবার দুই বছরের কমিটির বয়স দুই বছর ৯ মাস হয়ে গেছে। কাজেই এবার আমরা এক বছর গ্রেস দিতে পারি। এখন কোনো সেশনজট নেই। ২৩ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে কিন্তু লেখাপড়া শেষ হয়ে যায়। আমি সেটাই চাই।'

প্রধানমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যের শুরুতে ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে যারা বিভিন্ন গণতান্ত্রিক আন্দোলন-সংগ্রামে ভূমিকা রেখেছে তাদেরকে অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, 'অবশ্য দুর্ভাগ্য কিছু আছে, কিছু নেতা বিপথে চলে গেছে। এখনো বিএনপিতে দু-চারজন খুঁজে পাবেন। এরা বেঈমান, মোনাফেক, এরা আদর্শে বিশ্বাস করে না।'

প্রধানমন্ত্রী হুঁশিয়ার করে বলেন, 'শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কোনো ধরনের ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম বরদাশত করা হবে না।' তিনি এ সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের সততা, নিষ্ঠা ও একাগ্রতা চর্চার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'আমরা চাই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শান্তি বজায় থাকবে, শিক্ষার পরিবেশ বজায় থাকবে। অন্তত এটুকু দাবি করতে পারি, সরকার গঠনের পর থেকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ

পরিবেশ বজায় আছে। ছাত্ররা পড়াশোনা করবে। ছাত্রদের পড়াশোনা কিসে ভালো হবে সেটা আমরা জানি। আমি আমার ছাত্রদের কাছে একটি কথাই বলব, প্রতিটি শিক্ষার্থীর প্রথম কাজ হচ্ছে শিক্ষা গ্রহণ করা। শিক্ষার নীতিমালা, শিক্ষার ব্যাপারে কী করতে হবে না হবে–আমাদের বয়স হয়েছে, নিশ্চয় আমরা অনেক ভালো জানি। আর জানি বলেই আমরা সেভাবে সময়োপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিয়েছি।'

ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের তিনি বলেন, "জাতির পিতার 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এবং 'কারাগারের রোজনামচা' বই দুটি পড়লে তাঁর জীবনের পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশের মানুষকে নিয়ে কী স্বপ্ন দেখেছেন সেটাও জানা যাবে। ছাত্রলীগের প্রতিটি নেতাকর্মীকে বলব, জাতির পিতার বই দুটি যেমন পড়তে হবে, সেই আদর্শটাও বুকে ধারণ করতে হবে।"

শেখ হাসিনা বলেন, 'সততার সঙ্গে রাজনীতি করেছি বলেই আজকে পদ্মা সেতু আমরা নিজেদের অর্থায়নে করতে সম্ভব হয়েছি। তাই আমি আমাদের ছাত্রদের বলতে চাই, কোনো ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম (ভ্যান্ডালিজম) চলবে না। ছাত্ররা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভাঙচুর করবে–এটা আমি বরদাশত করব না। কারণ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, যদিও স্বায়ত্তশাসিত; কিন্তু প্রত্যেকটি খরচ দেওয়া হয় সরকারের পক্ষ থেকে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে নির্দেশ দেওয়া আছে, ভাঙচুরকারীরা যে দলের হোক, কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসির বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে।'

আওয়ামী লীগ সভাপতি বলেন, 'আমরাও তো আন্দোলন করেছি। ভিসির বাড়িতে ঢুকে লুটপাট করা, তাঁর রুম ভাঙা, এ ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনা কোনো দিনও ঘটেনি। ইতিমধ্যে অনেকে ধরা পড়েছে, ধরা পড়বে। লুটপাটে যারা জড়িত তাদেরকে ধরা হবে। এ ধরনের কোনো ঘটনা আমি আর চাই না। কারণ ভিসির বাড়িতে আক্রমণ বা শিক্ষকদের অপমান করা–আমি শিক্ষকদেরও বলব, শিক্ষকরা শিক্ষকদের বিরুদ্ধে লাগবে আর তার ফল ছাত্ররা ভোগ করবে সেটাও আমি চাই না। শিক্ষকদের কিছু বলার থাকলে বলব। দিনে-রাতে চার থেকে পাঁচ ঘণ্টা ঘুমাই। বাকি সময়টা তো দেশের কাজেই লাগাই। কেউ তো বলবে না ব্যবস্থা নেয়নি, সমাধান করতে জানি। কোনো কিছু নিয়ে বাড়াবাড়ি করা কখনো বরদাশত করব না।'

বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা শেখ হাসিনা বলেন, "গতকালকে (বৃহস্পতিবার) একটা দিন ছিল। সকলের মনে আশা ছিল, যে কালকে রাতেই এটা উৎক্ষেপণ হবে। আপনারা জানেন এটা অত্যন্ত 'সেনসিটিভ' একটা বিষয়। সম্পূর্ণটাই কম্পিউটারাইজড। যখন রাতে শুরু হলো, জয়সহ আমাদের অনেকে সেখানে উপস্থিত। আমি তাদের বলেছিলাম, আমাকে ফোন করতে। তারা আমাকে ফোন করে বলেছিল, ১৫-২০ মিনিট পরে এটা হবে। ঠিক ১৫ মিনিট পর যখন শুরু হবে তখন আর হলো না। এটা অরবিটে পৌঁছতে সময় লাগে। এটা লিংক করতে হয়। এই লিংকটা হতে দুই থেকে তিন মাসের মতো সময় লাগে। এটা নিয়ে কারো দুশ্চিন্তার কিছু নেই। ইনশাআল্লাহ স্যাটেলাইট অবশ্যই উৎক্ষেপণ হবে। বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট আকাশে যাবে।" তিনি আরো বলেন, 'আমরা যে আকাশও জয় করেছি, এটা সব থেকে বড় ব্যাপার। আমি অন্তত এটুকু বলব, কেউ যেন আবার মন খারাপ না করে। মন খারাপ আমারও হয়েছিল, মাত্র ৪৬ সেকেন্ডের জন্য আমাদের স্যাটেলাইট উড়তে পারল না। তবে এটা খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। কোনো অস্বাভাবিক নয়। এটা নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। আমরা এটা অবশ্যই পেয়ে যাব।'

আজ ছাত্রলীগের নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন : বড় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই লাখো নেতাকর্মীর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের জাতীয় সম্মেলনের প্রথম দিন গতকাল শেষ হয়েছে। গঠনতন্ত্রে স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সে জেলা কাউন্সিলরদের ভোটে নতুন নেতৃত্ব

নির্বাচনের বিধান থাকলেও এবার সমঝোতাতেই নেতৃত্ব নির্বাচিত হবে। সংগঠনে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে ও সাবেক নেতাকর্মীদের কথিত ‘সিন্ডিকেট’ ভেঙে দক্ষ নেতৃত্ব নির্বাচনে এবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সমঝোতাতেই কমিটি গঠিত হচ্ছে বলে জানা গেছে। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন আজ শনিবার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিউশনে মনোনয়নপ্রত্যাশীদের নিয়ে সমঝোতায় বসবেন কেন্দ্রীয় নেতারা।

২৯তম কাউন্সিলের নির্বাচন কমিশনার আরিফুর রহমান রহমান কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘২৮ বছর ধরেই ব্যক্তিগত তথ্য যাচাই-বাছাই করা হবে। এটি আগে চিন্তা-ভাবনার মধ্যে ছিল না। নেত্রীর ঘোষণার পর ২৮ বছর ধরে ব্যক্তিগত তথ্য যাচাই-বাছাই করা হবে। যারা যারা যোগ্য তাদের নিয়েই সমঝোতা করা হবে। সেখানে ছাত্রলীগে বর্তমান সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কাউন্সিলর ও সাবেক নেতারা উপস্থিত থাকবেন। সমঝোতার বিষয়ে তিনি বলেন, যাঁরা মনোনয়ন কিনেছেন, তাঁদের মধ্য থেকে কাউন্সিলরা নাম প্রস্তাব করবেন। তারপর তাঁদের সঙ্গে আলোচনা বা সমঝোতা করা হবে। সমঝোতায় আসার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে বিষয়টি জানানো হবে। তিনি যেভাবে বলবেন, সেভাবেই নতুন নেতৃত্ব নির্বাচিত হবে।’

গতকাল সম্মেলন শুরু হওয়ার ঠিক আগ মুহূর্তেই সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে সংগঠনটির দুই গ্রুপের নেতাকর্মীদের মধ্যে হালকা মারধরের ঘটনা ঘটে। তবে ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতারা এগিয়ে এলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

Print

সম্পাদক : ইমদাদুল হক মিলন,
নির্বাহী সম্পাদক : মোস্তফা কামাল,
ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের পক্ষে ময়নাল হোসেন চৌধুরী কর্তৃক প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বসুন্ধরা, বারিধারা থেকে প্রকাশিত এবং প্লট-সি/৫২, ব্লক-কে, বসুন্ধরা, খিলক্ষেত, বাড্ডা, ঢাকা-১২২৯ থেকে মুদ্রিত।
বার্তা ও সম্পাদকীয় বিভাগ : বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, প্লট-৩৭১/এ, ব্লক-ডি, বারিধারা, ঢাকা-১২২৯। পিএবিএক্স : ০২৮৪০২৩৭২-৭৫, ফ্যাক্স : ৮৪০২৩৬৮-৯, বিজ্ঞাপন ফোন : ৮১৫৮০১২, ৮৪০২০৪৮, বিজ্ঞাপন ফ্যাক্স : ৮১৫৮৮৬২, ৮৪০২০৪৭। E-mail : info@kalerkantho.com